চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২১.৫.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দেশে প্রথমবার চট্টগ্রামে চালু হল 'স্টুডেন্টস হেলথ কার্ড'
শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় চসিক মেয়রের যুগান্তকারী পদক্ষেপ

দেশে প্রথমবারের মতো চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক) পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থীদের জন্য চালু করা হল 'স্টুডেন্টস হেলথ কার্ড'। বুধবার (২১ মে) কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। প্রাথমিকভাবে পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানড়পাথরঘাটা সিটি কর্পোরেশন বালক উচ্চ বিদ্যালয়, গুল এজার বেগম সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়, ইমারাতুন্নেসা কিন্ডারগার্টেন, পাঁচলাইশ কিন্ডারগার্টেন এবং কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এ উদ্যোগের আওতায় আনা হয়েছে। মেয়র জানান, এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে চসিকের অন্যান্য স্কুলগুলোতেও এই স্বাস্থ্য কার্ড কার্যক্রম চালু করা হবে।মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, "শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা শুধু অভিভাবকদের নয়, বরং প্রতিষ্ঠান ও সিটি কর্পোরেশনেরও দায়িত্ব। এই হেলথ কার্ডের মাধ্যমে শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টিকাদান এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি সুস্থ প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব হবে।"তিনি আরও জানান, প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়কেও এই প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এবং তিনি উদ্যোগটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়মিত মূল্যায়নের পাশাপাশি হেলথ কার্ডের মাধ্যমে আগাম রোগ শনাক্তকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে বলে উল্লেখ করেন মেয়র। তিনি আশা প্রকাশ করেন, "এই উদ্যোগ শুধু চট্টগ্রামেই নয়, দেশের অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও একটি রোল মডেল হবে। এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের শৈশব থেকে দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে ক্লিন, গ্রীন, হেলদি চট্টগ্রাম গড়ে তোলা। ব্যক্তিগত হাইজেনিক লাইফ মেইন্টেন করা থেকে শুরু করে নিজের শহরটাকে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ববোধ আমরা শিশুদের মাঝে জাগাতে চাই। "স্টুডেন্টস হেলথ কার্ডে শিক্ষার্থীর পরিচিতিমূলক তথ্য যেমন নাম, জন্মতারিখ, বিদ্যালয়ের নাম, শ্রেণি, অভিভাবকের নাম ও যোগাযোগ ঠিকানা সংরক্ষণের সুযোগ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ৫ থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত মোট ১৪ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষার রেকর্ড সংরক্ষণ করা যাবে। পরীক্ষায় ওজন, উচ্চতা, দাঁতের অবস্থা, চোখ-কান, ত্বক-চুলের স্বাস্থ্য, রক্তচাপ এবং হিমোগ্লোবিনের তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে।কার্ডের একটি পৃথক অংশে টিকাদান সংক্রান্ত তথ্য থাকবে, যাতে বিসিজি, পোলিও, হেপাটাইটিস-বি, এমআর, পেন্টাভ্যালেন্ট, টায়ফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও র‍্যাবিসসহ গুরুত্বপূর্ণ টিকার রেকর্ড সংরক্ষিত থাকবে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম। মুখ্য আলোচক ছিলেন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী। সম্মানিত আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রামের চেয়ারম্যান প্রফেসর ইলিয়াছ উদ্দিন আহম্মদ। স্বাগত বক্তব্য দেন চসিকের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. শরীফ উদ্দিন ছিলেন বিশেষ অতিথি। উপস্থিত ছিলেন চসিক সচিব মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. ইমাম হোসেন (রানা), কাপাসগোলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রোমা বড়ুয়া,ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নুর বানু চৌধুরী।

কোরবানির চামড়া নিয়ে বিশৃঙ্খলা রোধে কাজ করবে চসিক: মেয়র ডা. শাহাদাত

কোরবানির চামড়া নিয়ে বিশৃঙ্খলা রোধে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বুধবার নগরের টাইগারপাসে চসিকের অস্থায়ী কার্যালয়ে কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণ ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে সমন্বয় সভায় মেয়র এ ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, কোরবানি হাটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কেউ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নগরের বাইরের চামড়া নগরে ঢুকিয়ে চামড়ার দাম কমানোর অপকৌশল অবলম্বন করে। এভাবে দাম পড়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত দেখা যায় অনেক চামড়া অবিক্রীত রয়ে যায়। ওই চামড়ার কারণে পরিবেশ দূষিত হয়ে মানুষ কষ্ট পায়। এই অপচর্চা

ঠেকাতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জেলা প্রশাসন ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশকে ভূমিকা রাখতে হবে।"চট্টগ্রাম শহরে আশপাশের এলাকার কোরবানির পশুর চামড়া ঢোকা রোধ করতে পারলে শহরের কোরবানিদাতারা ভালো দামে চামড়া বিক্রি করতে পারবেন, ফলে সব চামড়া বিক্রি হয়ে গেলে নগরে পরিত্যক্ত চামড়ার কারণে বর্জ্য তৈরি হয়ে মানুষ কষ্ট পাবে না। এজন্য সরকারি কোরবানির ঈদের দিন ও পরবর্তী ২ দিন যাতে নগরে বাইরের চামড়া যাতে ঢুকতে না পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, কোরবানির দিন নগর দ্রুততম সময়ে পরিচ্ছন্ন করতে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় যানবাহন ও সরঞ্জাম সংগ্রহের পাশাপাশি কর্মীদের দিকনির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে যাতে কোরবানির বর্জ্য বা চামড়া পরিবেশের ক্ষতি না করতে পারে। সভায় চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামসহ চসিকের উর্ধ্বতন কর্মকতাবৃন্দ, চামড়া ব্যবসায়ীবৃন্দ, জেলা প্রশাসন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, বিসিকসহ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

মেয়র ডা. শাহাদাতের ঘোষণা: বর্ষার আগে খাল খনন ও রাস্তা সংস্কারে জোর দিতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, বর্ষার আগেই নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর নির্মাণ ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। একই সঙ্গে জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল খনন এবং নালা-খালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও জরুরি।বুধবার নগরের টাইগারপাসে চসিকের প্রকৌশল ও পরিচ্ছন্ন বিভাগসমূহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় এসব নির্দেশনা দেন মেয়র। সভায় জলাবদ্ধতা, নালা-খালের বেষ্টনী ও স্ল্যাব নির্মাণ নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা হয়। মেয়র বলেন, "নগরবাসীর নিরাপত্তার স্বার্থে ম্যানহোলের ঢাকনা সুনিশ্চিত করতে হবে। লোহার ঢাকনা চুরি হওয়ার ঘটনা ঘটছে, তাই বিকল্প উপাদানে টেকসই ঢাকনা তৈরির পথ খুঁজতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "যেসব নালা ও খালে র‍্যালিং নেই, সেগুলোতে দ্রুত র‍্যালিং স্থাপন করতে হবে, যাতে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা যায়।" বহদ্দারহাট, চকবাজার ও বাকলিয়া এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে বারইপাড়া খাল খননের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেন মেয়র ডা. শাহাদাত। তিনি বলেন, "এই খালটির খনন কাজ শেষ হলে আশপাশের এলাকার জলাবদ্ধতা অনেকটাই কমে আসবে।"সভায় চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, মেয়রের জলাবদ্ধতা বিষয়ক উপদেষ্টা শাহরিয়ার খালেদসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮